প্রথম রুদ্রদামন কে ছিলেন ? জুনাগড় লেখ প্রশস্তি তাঁর চরিত্রের কি কি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ? ১২

→ প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এমন অনেক রাজার নাম পাওয়া যায় যারা দেশ ও জনসাধারণের জন্য মঙ্গলের জন্য কীর্তি রেখে গেছেন। এই সব রাজাদের মধ্যে মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের নামটি উল্লেখযোগ্য। রুদ্রদামন শক নরপতিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁর অপর নাম ছিলো রুদ্রদমন। উজ্জয়িনীতে তাঁর রাজধানী ছিলো। জুনাগড় প্রশস্তি রুদ্রদামনের শিলালেখ থেকে জানতে পারা যায় যে, রাজা রুদ্রদামন ছিলেন মহাক্ষত্রপ চষ্টনের পৌত্র এবং ক্ষত্রপ জয়দামনের পুত্র। তিনি আনুমানিক ১৩০-১৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মহাক্ষত্রপ উপাধি ধারন করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিলেন। শক রাজবংশের এইরকম পরাক্রমশালী রাজা আর দ্বিতীয়টি নেই। তিনি মালব সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ, সিন্ধু, কঙ্কন প্রভৃতি রাজ্য অধিকার করেছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের রাজা সাতকর্নীকে দুবার পরাজিত করে তাঁর উন্নত রণকৌশল ও অসাধারন বীরত্বের দৃষ্টান্ত রেখেছিলেন। প্রজাদের কল্যাণার্থে তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি হলো

গিরীনগরের নিকটবর্তী সুদর্শন হ্রদের বাঁধের বন্ধটির সংস্কার সাধন করা।

সমুদ্রগুপ্ত রুদ্রদামন তাঁর অসাধারণ বীরত্ব শক্তি ও রণনীতির কৌশলে বহুদেশ জয় করে এক সাম্রাজ্য গঠন করেছিলেন। তাঁর বিজিত রাজ্যগুলির মধ্যে ছিলো পূর্ব-পশ্চিম আকর অর্থাৎ মালব, অনুপ অর্থাৎ মাহিষ্মতী, নীবৃৎ, আনর্ত, সুরাষ্ট্র অর্থাৎ গুজরাট ও কাথিয়াবাড় রাজ্য, সবরমতী তীরস্থ অঞ্চলসমূহ, মারওয়াড়, কচ্ছ, সিন্ধু, সৌবীর রাজপুতানা এবং পশ্চিম বিন্ধ্য ও আরাবল্লী পর্বতের অঞ্চলসমূহ। এককথায় সমগ্র পশ্চিমভারত এবং মধ্যভারতের কিয়দংশ তাঁর অধিকৃত ছিলো। দাক্ষিণাত্যের কিছু অংশেও যে তিনি বিজয়পতাকা উড়িয়েছিলেন তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায় দাক্ষিণাত্যপতি সাতকর্নীকে দুইবার পরাজিত করার বর্ণনার মাধ্যমে। এইবিশাল ভূখণ্ড জয় করেই তিনি মহাক্ষত্রপ উপাধি লাভ করেছিলেন।

রুদ্রদামন প্রাচীন ভারতের অন্যতম দিগ্বিজয়ী সম্রাট, তাঁর বীরত্ব ও আধিপত্য বিস্তারের জন্য অনেক রাজন্যবর্গও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর শাসন মেনে নিয়েছিলেন। তিনি অনেক রাজাকে পরাস্ত করেছিলেন সত্য। কিন্তু তাদের রাজত্ব ও ঐশ্বর্য আত্মসাৎ করেননি। বিজিত রাজাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠা তিনি অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। সেইজন্যই তিনি সাম্রাজ্য লোভী নন দিগ্বিজয়ী বীর।

শিলালেখতে এই রূপ উল্লেখ আছে যে কোনো রাজা কোনো শত্রু তাঁর কাছে জয়ের সংবাদ লাভ করতে পারেনি। (তার সাম্রাজ্য বিস্তার নীতির মাধ্যমে মধ্যে) এই জাতীয় মত্ব ইতিহাসে বিরল।)

শিলালেখাটিতে বলা হয়েছে

আপার্থ্য প্রভৃত্যবিচ্ছিন্নসম্প্রীতি রাজলক্ষ্মী ধারিনা গুনতঃ।

অর্থাৎ রুদ্রদামন ছিলেন আজীবন রাজগুনের অধিকারী। অসংখ্য গুনের সমন্বয় ঘটেছিলো তাঁর চরিত্রে। তাঁর বীরত্ব ছিলো যেমন প্রশংসনীয় তেমনি প্রশংসনীয় ছিলো তাঁর বিদ্যাবত্তা। তিনি রাজনীতি, অর্থনীতি, শব্দশাস্ত্র, ব্যাকরণশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, সংগীতশাস্ত্র প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যাগুলির অধিকারী ছিলেন। এই সমস্ত বিদ্যাগুলির প্রয়োগের জন্য তিনি সকলের প্রশংসা ও সমীহ লাভ করেছিলেন। তিনি একাধারে রাজগুন ও ব্যক্তিগুনের অধিকারী ছিলেন। ব্যক্তি শক্তি তাঁর চরিত্রের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যা সাধারণ রাজচরিত্রে দেখতে পাওয়া যায় না। তাঁর চারিত্রিক গুনসম্পর্কে শিলালেখটিতে বলা হয়েছে যে, তিনি স্ফুট লঘু মধুর, চিত্র, মনোহর, শব্দ অলংকার সমন্বিত গদ্যকাব্য ও পদ্যকাব্য রচনাতে নিপুন ছিলেন।

রুদ্রদামনের চারিত্রিক গুনাবলীর মধ্যে আরেকটি অন্যতম গুন হলো তিনি রূপবান, শক্তিমান. দিগ্বিজয়ী সম্রাট হয়েও কখনো বলপূর্বক নারী হরন করেননি। তবে তাঁর বহু পত্নী ছিলো বলে জানতে পারা যায়। সাথে সাথে একথাও জানতে পারা যায় যে এইসমস্ত রমনীরা

তাঁর শাসনকালে সাম্রাজ্য হয়ে উঠে সমৃদ্ধ ও সুখময়
হয়েছিলেন। জনসাধারণ তাঁর চরিত্রের
প্রতি [illegible] বিশেষ শ্রদ্ধাশীল। তাঁর অমাত্য
সুবিশাখের পরামর্শে ও উপদেশে তিনি সুদর্শন
হ্রদের বাঁধ নির্মাণ কাজে উদ্যোগী
হয়েছিলেন বলে প্রজাদের দুরবস্থা
মোচন হয়েছিলো।

ঐ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের
জন্য রুদ্রদামন অমরত্ব লাভ করেছিলেন।
সেরা হলো তাঁর প্রজা~~কল্যাণ~~ পালন
কামিতা। রুদ্রদামন যে প্রকৃত প্রজারঞ্জক
রাজা ছিলেন তা শিলালেখটি থেকে
জানতে পারা যায়। প্রজাদের কল্যাণের
জন্য রাজাদের যে সমস্ত গুণ থাকা
উচিত তাঁর শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত ছিলেন
মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামন। তিনি অত্যাবশ্যক
ব্যয়বাহুল্য সত্ত্বেও সুদর্শন হ্রদের সংস্কার
সাধন করে কোষাগার থেকে বহু অর্থ
ব্যয় করেছিলেন। অথচ এর জন্য প্রজা-
দের কাছ থেকে কোনো কর গ্রহণ করে-
ননি। এই সমস্ত চারিত্রিক মাধুর্যের জন্য
প্রাচীন ভারতের রাজন্য বর্গের মধ্যে
তিনি আদর্শ স্থানীয় হয়ে আছেন।

Scanned with CamScanner

(বাংলায় বর্ণনা)

১। সুদর্শন হ্রদের নির্মাণ ও সংস্কার।

প্রথম রুদ্রদামনের গীর্ণার শিলালেখ থেকে সুদর্শন হ্রদের নির্মাণ ও সংস্কার-সাধনের এক সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। শিলালিপিতে 'গিরিনগর' শব্দটি আছে। তাই মনে হয় 'গীর্ণার' সম্ভবতঃ 'গিরিনগর' শব্দটির অপভ্রংশ।

শিলালেখে বলা হয়েছে যে, পুষ্যগুপ্ত নামে মৌর্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের একজন বৈশ্যজাতীয় রাষ্ট্রীয় অর্থাৎ উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী (সম্ভবতঃ গিরিনগর অঞ্চলের প্রাদেশিক শাসনকর্তা) গীর্ণার পর্বতের পাদদেশে মাটি ও পাথর দিয়ে সন্ধিবন্ধনহীন পর্বতের পাদদেশতুল্য এক সুদৃঢ় সু-উচ্চ বাঁধ তৈরী করান। তারপর সম্ভবতঃ বৃষ্টির জলে পূর্ণ হয়ে তা এক কৃত্রিম হ্রদে পরিণত

Scanned with CamScanner

হয়। দেখতে সুন্দর ছিল বলে হ্রদটির নাম হয় সুদর্শন হ্রদ। ফলে ঐ অঞ্চলে কৃষিকার্য ও অন্যান্য কাজে জলের সুবন্দোবস্ত হয়। পরে মৌর্যরাজ অশোককে খুশী করতে যবনরাজ তুষাস্প (সম্ভবতঃ ঐ প্রদেশের গ্রীক বা পহ্লব সামন্তরাজ) বিভিন্ন প্রণালী তৈরী করান। সম্ভবতঃ এর ফলে সংলগ্ন অঞ্চলে সেচের কাজে ও অন্যান্য প্রয়োজনে জলসরবরাহের উন্নতি ঘটে। হ্রদটি একটি সেতুবন্ধন দ্বারা যুক্ত ছিল। হ্রদের সঙ্গে নানা প্রণালী ও খাল সংযুক্ত ছিল। দূষিত দুর্গন্ধ বস্তুর প্রতিরোধের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

কিন্তু মহাক্ষত্রপ প্রথম রুদ্রদামনের রাজত্বকালে ৭২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫০ খ্রীষ্টাব্দে সুদর্শন-হ্রদ অঞ্চলে এক ভয়ঙ্কর ঝড়বৃষ্টি হয়। তার ফলে গাছপালা, বহুতল অট্টালিকা, তোরণদ্বার, আশ্রয়শালা প্রভৃতি ভেঙ্গে পড়তে থাকে। এমনকি পর্বতেও ধ্বস নামে। দীর্ঘস্থায়ী প্রবল বৃষ্টিতে ঐ পর্বতে উৎপন্ন সুবর্ণসিকতা, পলাশিনী প্রভৃতি নদীর জলের স্রোতোবেগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং হ্রদের জলও প্রবল ঝড়ে উত্তাল হয়ে ওঠে। প্রবল স্রোত ও তরঙ্গের আঘাতে হ্রদের সুদৃঢ় বাঁধও ভেঙে যায়। বাঁধের প্রায় ৪২০ হাত দৈর্ঘ্য, ৪২০ হাত প্রস্থ এবং ৭৫ হাত উচ্চতাসম্পন্ন একটি বিশাল অংশ ভেঙ্গে ভেসে যায়। ফলে সুদর্শন হ্রদটির সমস্ত জল বেরিয়ে গিয়ে তা মরুভূমির মত নির্জল দুর্দর্শন হয়ে যায়।

এই ঘটনার ফলে ঐ অঞ্চল প্রবল জলাভাবের কবলে পড়ে। ঐ অঞ্চলে চাষের জলের এবং সম্ভবতঃ পানীয় জলেরও অভাব দেখা যায়। ফলে ঐ অঞ্চলের প্রজাবৃন্দ ভীষণ সঙ্কটগ্রস্ত হয়। ঐ বিশাল ভগ্নস্থান বন্ধন করা কেবল কোন প্রভাবশালী ও সমৃদ্ধিশালী বড় রাজার পক্ষেই সম্ভব ছিল। ঐ প্রদেশ ছিল মহাক্ষত্রপ প্রথম রুদ্রদামনের অধিকারভুক্ত। রুদ্রদামন ছিলেন প্রজাবৎসল, ধর্মপ্রাণ, যশোধন সম্রাট। তাই তিনি গ্রামের ও নগরের প্রজাদের উপর আপৎকালীন কোন বিশেষ কর না চাপিয়ে, কোন বিশেষ দান না নিয়ে অথবা তাদের কাছ থেকে বেগার শ্রম আদায় না করে প্রয়োজনীয় বিশাল অর্থ নিজের রাজকোষ থেকেই খরচ করে বাঁধটি তাড়াতাড়ি মেরামত করতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর মন্ত্রিবর্গ ও অমাত্যবর্গ অত্যন্ত গুণী ব্যক্তি হয়েও এই কাজটি অত্যন্ত কঠিন ও বিশাল ব্যয়বহুল বলে রুদ্রদামনকে ঐ কাজে প্রবৃত্ত না হবার পরামর্শ দিলেন। তা জেনে হতাশাগ্রস্ত হয়ে ঐ অঞ্চলের প্রজারা হাহাকার করতে লাগল। তখন প্রজাবৎসল রুদ্রদামন উক্ত পরামর্শ উপেক্ষা করে তাঁর অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও প্রিয় অমাত্য সুবিশাখকে ঐ কাজের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। সুবিশাখ ছিলেন উচ্চকুলসম্ভূত পহ্লববংশীয়, সংযত, অচপল, নিরহংকার, অত্যন্ত সচ্চরিত্র ও ভদ্র। তিনি ছিলেন সমগ্র আনর্ত ও সুরাষ্ট্র প্রদেশের (উত্তর ও দক্ষিণ কাথিয়াবাড়ের) শাসনকর্তা। তিনি প্রভু রুদ্রদামনের ধর্ম ও কীর্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অনতিদীর্ঘকালের মধ্যেই ঐ ভগ্নস্থানে পূর্বের তুলনায় তিনগুণ দৃঢ়তর বাঁধ তৈরী করালেন এবং হ্রদটির সর্বতীরে সৌন্দর্যায়নের ব্যবস্থা করে তাকে সুদর্শনতর করে তুললেন।

এই বর্ণনায় রুদ্রদামনের চরিত্রের প্রজাবৎসল সুশাসক রূপটি অতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। সেই সঙ্গে মৌর্যরাজ চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের প্রজাবৎসলতার ও তাঁদের সামন্ত রাজাদের কিছু ঐতিহাসিক তথ্যও আমরা জানতে পারি।

Scanned with CamScanner